প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

আসক তদন্ত ইউনিট

বিষয়	ঃ	নারায়নগঞ্জে পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যু: অভিযোগ পিটিয়ে হত্যা
সূত্র	ঃ	সংবাদ, তারিখ- ২০/০৪/০৮
কার্যসূত্র	ঃ	এপ্রিল-০৫, তারিখ- ২০/০৪/০৮
ভিকটিম	ঃ	মোঃ ফকির চাঁন পিতা- মৃত মোহর আলী মাতা- গোলে নূর গ্রাম- মিজিমিজি পাইনাদী মধ্যপাড়া থানা- সিদ্ধিরগঞ্জ জেলা- নারায়নগঞ্জ

তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ

(১) ২০০ শয্যা হাসপাতাল, খানপুর, নারায়নগঞ্জ
(২) ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল
(৩) নারায়নগঞ্জ মডেল সদর থানা
(৪) জেলা গোয়েন্দা অফিস, নারায়নগঞ্জ
(৫) সিদ্দিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ
(৬) ভিকটিমের বাড়ী, মিজিমিজি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
(৭) জালকুড়ি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

তথ্যানুসন্ধানের তারিখ ঃ ২০/০৪/০৮

তথ্যানুসন্ধানকারী ঃ

(১) সেখ নাসির আহমেদ
(২) আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

গৃহীত আইনগত পদক্ষেপ ঃ

নারায়নগঞ্জ থানার ইউডি মামলা নং ০৯, তারিখ- ১৯/০৪/০৮, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা- এস.আই মোখলেছুর রহমান।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকার সান্টু ফিলিং ষ্টেশন নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১০ লক্ষ টাকা ছিনতাই ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার সোহেল রানা বাদী হয়ে সিদ্দিরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। মামলা নং ০৮, তারিখ- ০৬/০৪/০৮, ধারা- ৩৯৪ দঃবিঃ। মামলায় অভিযুক্ত আসামী ছিলো অজ্ঞাত। সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ এ মামলার সূত্রে ফকির চাঁনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ফকির চাঁনকে ০৪ দিনের রিমান্ডে নেয়। রিমান্ড চলাকালীন অবস্থায় নারায়নগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অবস্থায় ফকির চাঁন গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। পুলিশ ফকির চাঁনকে ২০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ফকির চাঁনকে মৃত ঘোষণা করে। পুলিশ ফকির চাঁনকে হাসপাতালে অজ্ঞাতনামা পরিচয়ে নথিভূক্ত করায় এবং লাশ রেখে দ্রুত হাসপাতাল ত্যাগ করার উদ্যোগ নিলে হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানালে এক পর্যায়ে পুলিশের উর্ধ্বতনরা এসে ফকির চাঁনের নাম ঠিকানা হাসপাতালে নথিভূক্ত করে।

নিহত ফকির চাঁনের পারিবারিক বৃত্তান্ত ঃ

নাম ঃ মোঃ ফকির চাঁন, বয়স–৩৫, পেশা- বাস চালক
পিতা ঃ মৃত মোহর আলী
মাতা ঃ গোলে নূর
গ্রাম ঃ মিজিমিজি পাইনাদী মধ্যপাড়া
থানা ঃ সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

ফকির চাঁন ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী– রাহেলা খাতুন। ২ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তানের জনক।
(১) ফারজানা, বয়স- ১১ ৫ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত
(২) রিতা, বয়স- ০৮, ২য় শ্রেনীতে অধ্যয়নরত
(৩) হৃদয়, বয়স- ০৬, ১ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত

নিহত ফকির চাঁনের তিন সন্তান ছাড়াও মনি (বয়স- ১৫) নামের একজন পালিত কন্যা রয়েছে।
ফকির চাঁনের আলম চাঁন নামের একজন বড় ভাই রয়েছে। সে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাড়ী সংলগ্ন একটি চায়ের দোকান রয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের দু'জন তদন্ত প্রতিনিধি সংশি-ষ্ট ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে নারায়নগঞ্জ জেলার ২০০ শয্যা হাসপাতালে উপস্থিত হলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক (EMO) ডঃ দেলোয়ার জানান– হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক/ Superintendent'র অনুমতি ছাড়া এ বিষয়ে কথা বলা নিষেধ রয়েছে। আসক কর্মীরা তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমানের নিকট সংশি-স্ট বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান– ঘটনা সত্য। ছেলেটিকে পুলিশ মৃত অবস্থায় নিয়ে এসেছিলো। কর্তব্যরত চিকিৎসক পুলিশকে সঠিক procedure অনুসরণ করার কথা বললে ঘটনার সূত্রপাত হয়। তত্ত্বাবধায়ক জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ দেলোয়ারকে আসক কর্মীদের তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য বলেন। ডাঃ দেলোয়ার আসক কর্মীদের জানান–

"হাসপাতালের রেজিঃ নং- ৩২৬৮০/৬, তারিখ- ১৯/০৪/০৮, সময়- রাত ১২.১০ মিনিট।
রোগীর নাম - অজ্ঞাত, রোগী বহনকারী – (১) কনষ্টেবল নং ৩১০ আব্দুল আলী, (২) কনষ্টেবল নং ৮৭১ হেলাল, সিদ্দিরগঞ্জ থানা, নারায়নগঞ্জ।

হাসপাতালে ফকির চাঁনকে এ দুজন কনেষ্টবল অজ্ঞাত হিসাবে এন্ট্রি করায়। জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ ইকবাল বাহার চৌধুরী রোগীকে মৃত ঘোষণা করলে কনেষ্টবলরা দ্রুত হাসপাতাল ত্যাগ করার উদ্যোগ নিলে ডাঃ বাহার ও হাসপাতালের কর্মচারীরা বাধা দেয়। এক পর্যায়ে সিদ্দিরগঞ্জ থানার এস.আই বাবুল আক্তার রাত ৩.২৮ মিনিটে তথ্য দেয় মৃত ব্যক্তির নাম ফকির চাঁন। পিতা- মৃত মোহর আলী, সাং- মিজিমিজি, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, জেলা– নারায়নগঞ্জ।

২০০ শয্যা হাসপাতালে পোষ্ট মর্টেমের ব্যবস্থা না থাকায় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে পোষ্টমর্টেমের লক্ষ্যে নারায়নগঞ্জ থানাকে জানানো হয়। নারায়নগঞ্জ থানা পোষ্টমর্টেমের ব্যবস্থা করে।"

ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের RMO ডাঃ নাজিম খান আসক কর্মীদের জানান–
ফকির চাঁনের পোষ্টমর্টেম করার জন্য ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে তিন সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের সদস্যরা হলেন –

(১) ডাঃ নাজিম খান
(২) ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস
(৩) ডাঃ মাসুদুল হক সিরাজী।

পোষ্টমর্টেম নং (PM No)- ৯৩/২০০৮, তারিখ– ১৯/০৪/০৮।
ঢাকার মহাখালীতে ভিসেরার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে। ভিসেরার স্মারক নং– ১৬১, তারিখ– ১৯/০৪/০৮।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Histo Pathology'র জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে। এ হাসপাতালে Histopathology'র কারিগরি প্রযুক্তি না থাকায় ঢাকা পাঠানো হয়েছে।

আসক কর্মীরা ডাঃ নাজিম খানকে লাশের বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান– Dead Body'র দুই পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় Bruise abrassion ধরনের আঘাত। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

সুরহতাল করেছেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আনোয়ারুল ইসলাম। সহায়তা করেছেন নারায়নগঞ্জ থানায় দায়েরকৃত ইউডি মামলার আই.ও এস আই মোঃ মোখলেছুর রহমান।

আসক কর্মীরা সুরতহাল প্রতিবেদনটি লক্ষ্য করে। Dead body'র বিবরণ সম্পর্কে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট লিখেছেন– "নাকে ছোলা দাগ, দুই হাতের কব্জিতে জখমের চিহ্ন, ডান হাতের কনুইতে সামান্য ছোলা দাগ, দুই পায়ের হাটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন এবং ছোলা দাগ। প্রস্রাবের রাস্তায় বীর্য দেখা যায়।" নারায়নগঞ্জ থানা পুলিশের কাছ থেকে লাশ গ্রহণ করেছে ফকির চাঁনের স্ত্রী রাহেলা বেগম।

নারায়নগঞ্জ থানার দায়েরকৃত অপমৃত্যু মামলার (UD) আই.ও এস আই মোঃ মোখলেছুর রহমান আসক কর্মীদের জানান– "আমি তো Just UD মামলার আই.ও। আমি ফকির চাঁনের বিষয়ে কিছুই জানি না। ফকির চাঁনের বিষয়ে সব তথ্য সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এস.আই বাবুল আক্তার জানেন। এর বেশী আমি কিছুই বলতে পারব না।"

নারায়নগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কার্যালয়ে ইন্সপেক্টর এহসান উদ্দিন চৌধুরী আসক কর্মীদের জানান– সিদ্দিরগঞ্জ থানার একটি ছিনতাই মামলার আসামীদের ১৮/৪/০৮ তারিখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে আসামী নিয়ে আসে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার দারোগা ও মামলার আই.ও এস আই বাবুল আক্তার ও এ.এস.পি (সার্কেল) জান্নাতুল হাসান। ডিবি কার্যালয়ে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আসামী অসুস্থ্য হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আসামী ফকির চাঁন হাসপাতালে মারা যায়।

আসক কর্মীরা ডিবি ইন্সপেক্টরকে আসামী ফকির চাঁনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসার কারন কি ছিলো? আপনাদের কি ধরনের requirement ছিলো? কিংবা কি ধরনের তথ্য আপনাদের কাছে ছিলো যে ফকির চাঁনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য আপনারা বলেছিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান– আসলে ডিবি অফিস থেকে আমরা বলি নাই ফকির চাঁনকে জিঁজ্ঞাসাবাদ করব। এ.এস.পি (সার্কেল) জান্নাতুল হাসান স্যারের নির্দেশে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এস.আই বাবুল আক্তার ফকির চাঁনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে এসেছিলো। আসলে ডিবি কার্যালয়টি ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করেছিলো। ডিবি অফিসের কোনও কার্যক্রম এখানে ছিলো না।"

আসক কর্মীরা জানতে চান আসামীকে নারায়গঞ্জ থানায় নিয়ে না গিয়ে কেনও ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসলো? এমন প্রশ্নের জবাবে ডিবি ইন্সপেক্টর এহসান উদ্দিন চৌধুরী জানান– "এএসপি (সার্কেল) আমার উর্ধ্বতন। উনি মনে করেছেন এখানে নিয়ে আসার, তিনি এনেছেন। এখানে তো আমার কিছু করার নেই। তিনি আনতেই পারেন।"

কি ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিলো যে ফকির চাঁন এত অল্প সময়ে অর্থাৎ ডিবি কার্যালয় থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা গেলো ফকির চাঁন? এমন প্রশ্নের জবাবে ডিবি ইন্সপেক্টর এহসান উদ্দিন জানান– "আমি তখন অফিসে ছিলাম না, যখন শুনলাম আসামী মারা গেছে, তখন হাসপাতালে গিয়েছিলাম।"

আসক কর্মীরা জানতে চান– আপনার কার্যালয়ে আসামী অসুস্থ্য হয়ে পড়ল তারপর মারা গেলো, দায়িত্ব তো আপনার উপরও বর্তায়। এমন প্রশ্নের জবাবে ডিবি ইন্সপেক্টর জানান– "আমরা সরকারী চাকুরী করি। আমাদের দোষ বেশি। আসামী ধরার পর যখন তথ্য পাওয়া যায় না তখন বাদী মনে করে পুলিশ তথ্য উদ্ধার করতে পারল না। আচরন উদ্দেশ্যমূলক। আবার জিজ্ঞাসাবাদে একটু চাপ দিলেও আপনারা মানবাধিকারের কথা বলেন। আমরা যাবো কোথায়? কোনও আসামী কি এমনি এমনি বলে দিবে আমি খুন করেছি, ডাকাতি করেছি, ছিনতাই করেছি। জিজ্ঞাসাবাদে কেউ কেউ ভয় পেয়েও অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। যাইহোক আসামী ফকির চাঁন দুধর্ষ প্রকৃতির ছিলো। এএসপি স্যার ফকির চাঁনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া তার কাছে ছিনতাইয়ের ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, একটা দেশী রিভলভার ও ৪ রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করেছে। এ কারনেই অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনীয়তা হয়তবা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এখানে যা ঘটেছে এখানে ডিবি পুলিশের কোনও ভূমিকা ছিলো না।"

ডিবি ইন্সপেক্টর আরো জানায়– "পুলিশ সুপার প্রেস রিলিজ দিয়েছে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছেন।"

আসক কর্মীরা প্রেস রিলিজ ও তদন্ত কমিটির অফিস আদেশ দেখতে চাইলে ডিবি ইন্সপেক্টর প্রেস রিলিজ ও তদন্ত কমিটি গঠনের একটি অফিস আদেশের কপি আসক কর্মীদের প্রদান করেন। দেখা যায় ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করার জন্য বলেছে।

(১) আহবায়ক - জনাব মোঃ মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নারায়নগঞ্জ
(২) সদস্য - জনাব মোহাম্মদ আব্দুল-হ আল মামুন, এএসপি (সদর) নারায়নগঞ্জ
(৩) সদস্য - জনাব নাসির আহম্মেদ শিকদার, ডিআইও (১) নারায়নগঞ্জ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পুলিশ সুপার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আসামী ফকির চাঁনের গ্রেফতার ও মৃত্যু বিষয়ে একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ ঃ

গত ইংরেজী ০৬/০৪/০৮ তারিখ নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ সোনালী ব্যাংক গোদনাইল শাখার সম্মুখে হইতে পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ী মোঃ সোহেল রানার নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলি বর্ষন এবং ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটাইয়া কতিপয় সন্ত্রাসী প্রায় ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা লুন্ঠন করে। এই সংক্রান্তে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং ০৮, তারিখ– ০৬/০৪/০৮, ধারা- ৩৯৪ দঃবিঃ রুজু করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত এলাকার ফকির চাঁন পিতা মোঃ মোহর আলী, সাং– সানারপাড়, থানা– সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা- নারায়নগঞ্জসহ আরো ০৫ জনকে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত টাকার মধ্যে ১,৪০,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আসামী ঘটনার সময় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উক্ত থানাধীন সানারপাড়াস্থ জনৈক জসিমের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে বলিয়া পুলিশের নিকট স্বীকার করে। সে মতে গত ইংরেজী ১৮/০৪/০৮ তারিখ রাত্রি বেলা পুলিশ আসামীর দেখানোমতে তথা হইতে একটি ৩২ রিভলবার ০২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। অতঃপর হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় আসামীকে নিয়া থানার উদ্দেশ্য রওনা হইলে সে তৎক্ষনাত পুলিশ হেফাজত হইতে দৌড় মারিয়া পালাইয়া যাইতে থাকে। পুলিশ তাহাকে পিছু ধাওয়া করলে আসামী কিছুদুর গিয়া অন্ধকারে রাস্তায় পড়িয়া গিয়া পায়ে এবং শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর আসামীর দখলে আরো লুণ্ঠিত টাকা রহিয়াছে মর্মে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখা অফিসে নিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে আসামী বুকে ব্যথা

অনুভব করার কথা বলিয়া অসুস্থ বোধ করিলে তাহাকে তৎক্ষনাৎ নিকটস্থ খানপুর ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়া গেলে পরীক্ষান্তে তথাকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আসামী ফকির চাঁনকে (৩৫) মৃত বলিয়া ঘোষনা করেন। এই ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

এসআই বাবুল আক্তারের বক্তব্য ঃ

আসক প্রতিনিধিদ্বয় সিদ্দিরগঞ্জ থানায় উপস্থিত হলে এস আই বাবুল আক্তার জানান– "সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় ০৬/০৪/০৮ তারিখে সান্টু ফিলিং ষ্টেশনের ১০ লক্ষ টাকা ছিনতাই হয়। এ ঘটনায় সান্টু ফিলিং ষ্টেশনের ম্যানেজার সোহেল রানা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে। মামলা নং ০৮(০৪)০৮ তারিখ ০৬/০৪/০৮। মামলাটিতে আসামী ছিলো অজ্ঞাত। এ মামলার তদন্ত কারী হিসাবে আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। এ ধরনের মামলা তদন্ত করা ও ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করা দুরুহ। আমরা বিভিন্ন সোর্স ব্যবহার করে মোট ০৪ জন আসামী গ্রেফতার করি। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ফকির চাঁন নামের আরও একজন আসামীকে গ্রেফতার করি। ফকির চাঁনকে গ্রেফতার করার পর তার দেওয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করি। একটি দেশী রিভলভারসহ ০৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করি। মামলার তদন্তের স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হওয়ায় আসামী ফকির চাঁনসহ মোট ০৫ জন আসামীকে ০৪ দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসি। মামলাটির তদন্ত এএসপি (সার্কেল) জান্নাতুল হাসানের নেতৃত্বে হয়েছে। স্যারের নির্দেশনায় আসামী গ্রেফতার ও পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আসামী ফকির চাঁন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তার নামে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

এসআই বাবুল আক্তার আসক কর্মীদের আরো জানায়– "আসামী ফকির চাঁনকে ব্রাক্ষনবাড়ীয়া থেকে গ্রেফতার করি। পেশায় ড্রাইভার হলেও সে নানা ধরনের অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িত ছিল। ১৬/০৪/০৮ ইং তারিখের দুপুরের দিকে ফকির চাঁনকে গ্রেফতার করার পর সে স্বীকারোক্তি দেয়। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী টাকা ও অস্ত্র উদ্ধার করি। ১৭/০৪/০৮ তারিখে ০৪ দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসি। ১৮/০৪/০৮ তারিখে এএসপি (সার্কেল) জান্নাতুল হাসানের নির্দেশনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখায় নিয়ে যাই। আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে ফকির চাঁন সহ মোট ০৫ জন আসামীকে নিয়ে আমি ডিবি কার্যালয়ে যাই। সঙ্গে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার কনেষ্টবল আব্দুল আলী, কনেষ্টবল হেলাল ও কনেষ্টবল আলমগীর ছিলো। আমি ডিবি ইন্সপেক্টর আহসান উদ্দিন চৌধুরী স্যারের কক্ষে মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী করতেছিলাম। এ সময়ে ডিবি উপ পরিদর্শক সাইফুল ও উপ পরিদর্শক মামুন আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যায়। ডিবি ইন্সপেক্টরদ্বয় আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে ডিবি কার্যালয় ত্যাগ করার পরপরই কনেষ্টবল আব্দুল আলী এসে আমাকে জানায়– আসামী ফকির চাঁন অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি আসামী ফকির চাঁন গুরুতর অসুস্থ্য। হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। কনেষ্টবল আব্দুল আলী ও কনেষ্টবল হেলাল ফকির চাঁনকে নিয়ে নারায়নগঞ্জ ২০০ শয্যা হাসপাতালে যায়। সেখানে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আসামী ফকির চাঁনকে মৃত ঘোষণা করে। ফকির চাঁনের মৃত্যুর সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি হাসপাতালে যাই এবং উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানাই। এ ঘটনার সময় ডিবি ইন্সপেক্টর এহসান উদ্দিন চৌধুরী ডিবি কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলো।"

আসক প্রতিনিধিদ্বয় আসামী ফকির চাঁনকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জানতে চাইলে এস আই বাবুল আক্তার জানান– "এএসপি (সার্কেল) জান্নাতুল হাসান স্যার শুরু থেকেই মামলাটি তত্ত্বাবধান করে আসছিলো। ওনার নির্দেশেই আসামীদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো তিনি নিজেই তত্ত্বাবধান করে থাকেন।"

আসক প্রতিনিধিদ্বয় আসামী ফকির চাঁনকে রিমান্ডে নির্যাতন করা হয়েছে এবং সে কারনেই তার মৃত্যু হয়েছে এমন প্রশ্ন করলে এসআই বাবুল আক্তার জানান– "আমি নির্যাতন করি নাই। এ থানার প্রতিটি পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন আমি কোনও নির্যাতন করেছি কিনা। আমি বলব, জোর দিয়ে বলব আমি কোনও নির্যাতন করি নাই। আর ডিবি কার্যালয় কেনও আসামীকে যখন যেখানে নিয়ে গেছি এএসপি (সার্কেল) স্যারের নির্দেশ মতো নিয়ে গেছি। আমি সরকারী দায়িত্ব পালন করেছি। এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি ০২ ঘন্টার জন্যও বাসায় যাই নাই। আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছি আসামী গ্রেফতার হোক।"

ডিবি উপ পরিদর্শকদ্বয় কেনও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো ? আপনার অনুমতি নিয়েছিলো কিনা? আসক কর্মীদের এমন প্রশ্নের উত্তরে

এসআই বাবুল আক্তার জানান– "তারা কেনও ফকির চাঁনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলো আমি জানি না। তবে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে যাওয়ার পর পরই ফকির চাঁন গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়ে।"

ফকির চাঁনকে দুই ডিবি উপ পরিদর্শক জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে অন্যান্য আসামীরা কোথায় ছিলো, জিজ্ঞাসাবাদ কি অন্য আসামীর সম্মুখেই করেছিলো? এমন প্রশ্নের জবাবে এসআই বাবুল আক্তার জানান– "না ফকির চাঁনকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো। আসামীদের তো একসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না, আলাদাই করা হয়।"

পুলিশ রিমান্ডে ফকির চাঁনের মৃত্যু বিষয়টিতে তো আপনি দায় এড়াতে পারবেন না। এমন প্রশ্নের জবাবে এসআই বাবুল আক্তার আসক কর্মীদের জানান– "ভাই সবই আমার কপাল। তবে আল-াহ একজন আছেন। তিনি তো সব দেখেছেন। আমি যদি দোষ না করি থাকি তাহলে আল-াহ নিশ্চয়ই আমাকে দেখবে। আল-াহর উপর ছেড়ে দিয়েছি।"

আসক প্রতিনিধিদ্বয় এসআই বাবুল আক্তারের নিকট জানতে চান– "ফকির চাঁনের নামে পূর্বের কয়টি মামলা ছিলো? এসআই বাবুল আক্তার জানান– বেশ কয়টা মামলা রয়েছে। ৫/৬ টি রয়েছে। এ মুহুর্তে সঠিক বলতে পারব না। নথিপত্র দেখে বলতে হবে।"

আসক কর্মীরা এস আই বাবুল আক্তারের নিকট জানতে চান ফকির চাঁনকে কোথা থেকে গ্রেফতার করেছিলো? জবাবে এসআই বাবুল আক্তার জানান– "আমরা সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারতেছিলাম বিবাড়ীয়াতে ফকির চাঁন অবস্থান করতেছে। ১৬/০৪/০৮ ইং তারিখে দুপুরের দিকে (সময়টা মনে নাই), বি-বাড়ীয়া চন্দ্রা নামের একটি জায়গা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসি।"

আসক প্রতিনিধিদ্বয় নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্দিরগঞ্জ থানা এলাকায় মিজিমিজি পাইনাদী গ্রামের মধ্যপাড়ায় ফকির চাঁনের বাড়ীতে উপস্থিত হলে ফকির চাঁনের আত্মীয় স্বজনের ভিড় লক্ষ্য করে। বাড়ীর মধ্য থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। আসক কর্মীদ্বয় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললে উপস্থিত আত্মীয় স্বজন বাড়ীর ভেতর থেকে ফকির চাঁনের বয়োবৃদ্ধ মাকে নিয়ে আসেন। আসক কর্মীদের সম্মুখে তিনি বিলোপ করতে থাকেন। কোনও কথা বলতে পারেন নাই। ফকির চাঁনের আত্মীয় স্বজন জানান– ছেলের মৃত্যুতে তার মা ভেঙ্গে পড়েছেন। এমনিতেই বয়স জনিত অসুস্থ্য, ঠিকভাবে কথা বলতে পারেন না, তারপর গতকাল ছেলের লাশ দেখে আরও অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে।

ফকির চাঁনের স্ত্রী রাহেলা বেগম আসক কর্মীদের সম্মুখে এসে বিলোপ করতে থাকে। আসক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে বলার পর তিনি বলেন– ভাই ফাঁসির আসামীদের সঙ্গেও মানুষ দেখা করতে পারে কিন্তু আমি বার বার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাকে দেখতে দেয় নাই আমার স্বামীকে। বাড়ী থেকে রান্না খাবার পর্যন্ত দিতে দেয় নাই। আমি খাবার নিয়ে সিদ্দিরগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জ থানায় নিয়ে গেছি। বলেছি ভাই আমার স্বামীকে একটু দেখতে দেন আর খাবারগুলো দিতে দেন। পুলিশ আমার নেওয়া খাবার ফেলে দিয়েছে। ১৩/০৪/০৮ ইং তারিখে দুপুর ২ টায় জানতে পেরেছি আমার স্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ০৮/০৪/০৮ ইং তারিখে রাত দু টায় আমার বোনের স্বামী মোঃ আমিরকে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাত ৪ টার দিকে আমাদের বাড়ীতে আমীরকে নিয়ে আসে ফকির চাঁনের খোজে। আমার স্বামী তখন সিলেট ছিলো। সে মিতালী ট্রান্সপোর্টের সিলেট রোডের ড্রাইভার। গাড়ী নিয়ে সে তখন সিলেটে ছিলো। আমার স্বামীর নামে একটা মামলা ছিলো। সেটা তো শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ১৩/০৪/০৮ তারিখে দুপুরে আমি জানতে পারি আমার স্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিকাল সাড়ে চারটার সময় আমি নারায়নগঞ্জ সদর থানায় গিয়ে জানতে পারি আমার স্বামী থানায় রয়েছে। দেখা করতে দেয় নাই পুলিশ। দেখা করার অনুমতি নাই বলে জানিয়েছিলো থানার পুলিশ। এরপর মামলার বাদীর বাসায় গেছি, বাদী বলেছে আমার টাকা ছিনতাই মামলায় তো আমি তো কারো নাম দিয়ে আসামী করি নাই। তাছাড়া ফকির চাঁন ছিলো না। এরপর দিনও গেছি থানায় কিন্তু দেখা করতে পারি নাই। থানা থেকে বলেছে ডিবি অফিসে নিয়ে গেছে। ওখানেও গেছি কিন্তু দেখা করতে দেয় নাই। শুক্রবার (১৮/৪/০৮) সকাল ৯.৩০ টায় নাশতা নিয়ে গেছি। দেখা করতে দেয় নাই, নাশতা রাখে নাই। আবার বিকাল ৫ টায় গেছি ডিবি অফিসে কিন্তু দেখা করতে দেয় নাই। পুলিশ বলেছিলো– জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, দূরে গিয়ে বসেন। রাত ৮ টা পর্যন্ত বসে ছিলাম। পুলিশ তখন বলেছিলো খাবার দিয়ে চলে যান। রবিবার চালান করে দিব। রাত ৯.৩০ টায় বাড়ী ফিরে আসি। আসার সময় অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম একটু দেখতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা দেখতে দেয় নাই আমার স্বামীকে। বাড়ীতে ফিরে আসি। ভোর ৪ টায় RTV'র লোক এসে জানায় ফকির চাঁন মারা গেছে।

ফকির চাঁনের স্ত্রী আসক কর্মীদের নিকট এসব তথ্য দিতে গিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এক পর্যায়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে।

লাশ গোসলকারীদের বক্তব্য ঃ

(১) আব্দুল আলী (৬৫)
পিতা- কেয়ামত আলী
সাং- মিজিমিজি
পাইনাদী মধ্যপাদা
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

আসক কর্মীদের জানান– "ফকির চাঁনের হাতের দশটা আঙ্গুলের মাথা চ্যাপটা ও কালো হয়ে ছিলো। কব্জির গোড়ায় কালো দাগ, তার একটু উপরে রক্ত জমাট দাগ ছিলো। তাছাড়া হাঁটুর নীচে পুরো জায়গাটা কালসিটে হয়েছিলো।"

(২) জাহাঙ্গীর (৩৮)
পিতা- নিজামউদ্দিন
সাং- মিজিমিজি
পাইনাদী মধ্যপারা
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

তিনি জানান– "পিঠে গোলগোল রক্ত জমাট দাগ, দুই পাজরে পিছন দিকে লাঠির আঘাতের লম্বা লম্বা দাগ ছিলো। গোসল করানোর সময়ও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে ছিলো।"

(৩) মোহাম্মদ আলী (৩৫)
পিতা- আব্দুল সোবহান
সাং- মিজিমিজি
পাইনাদী মধ্যপাড়া
সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

আসক কর্মীদের আব্দুল আলী ও জাহাঙ্গীরের দেওয়া বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন– সারা শরীরেই আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় টাকা ছিনতাই ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বাদী মোঃ সোহেল রানার খোজে জালকুড়ি পশ্চিমপাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় আসক কর্মীরা তথ্যানুসন্ধানে গেলে জানা যায়– সোহেল রানা বাড়ীতে নেই। তিনি তার কর্মস্থল সান্টু ফিলিং ষ্টেশনের কার্যালয়ে রয়েছেন। এস.ও কোম্পানী এলাকায় অবস্থিত সোহেল রানার অফিসে গিয়ে দেখা যায় অফিস বন্ধ। অফিস এলাকায় মোঃ ইসমাইল নামে অপর একটি অফিসের কর্মচারী জানান- টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা সত্য। সোহেল রানা বাদী হয়ে মামলা করেছেন।

প্রতিবেদক

আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

ফলো-আপ

তদন্ত ইউনিট

আসক।

বিষয়	ঃ	নারায়ণগঞ্জ পুলিশ হেফাজতে আসামীর মৃত্যুঃ অভিযোগ পিটিয়ে হত্যা।
ফলোআপের তারিখ	ঃ	২৩/৪/০৮
তথ্য সংগ্রহ	ঃ	মোঃ নূর খান আবু আহমেদ ফয়জুল কবির।

প্রাপ্ত তথ্যঃ

নারায়ণগঞ্জে পুলিশ হেফাজতে ফকির চাঁনের মৃত্যু বিষয়ে আসক তদন্ত ইউনিটের পক্ষ থেকে ২৩/৪/০৮ তারিখে ফলোআপ তথ্যানুসন্ধান করতে পরিচালক তদন্ত ও তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট মোঃ নূর খান ও সিনিয়র ইনভেষ্টিগেটর আবু আহমেদ ফয়জুল কবির ফকির চাঁনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ফকির চাঁনের বড় ভাই আলম চাঁন আসক কর্মীদের জানান, আমার ভাই (ফকির চাঁন) পেশায় ড্রাইভার ছিলেন। সিলেট রুটের - মিতালী ট্রান্সপোর্টের গাড়ী চালাতো। আমিও একসময় ড্রাইভার ছিলাম। কিন্তু গাড়ী দূর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়ার পর আর গাড়ী চালাতে পারি না। এখন বাড়ীর সন্নিকটে একটা চা-বিস্কুটের দোকান করেছি। নিহত ফকির চাঁনের মৃত্যু বিষয়ে জানতে চাইলে আলম চাঁন জানান, আমার ভাইকে পুলিশ আটক করার পর থেকে একবারও কারো সঙ্গে দেখা করতে দেয় নাই। আমার ভায়ের স্ত্রী রাহেলা বারবার থানায় যাওয়ার পরও দেখা করতে পারে নাই। ১৩/৪/০৮ তারিখে জানতে পারি ফকির চাঁনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ফকির চাঁনকে যে মামলায় গ্রেফতার করেছিল, ফকির চাঁন ঘটনায় জড়িত ছিল না। ফকির চাঁনকে পুলিশ সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে আটক করেছিল বলে শুনেছিলাম। পুলিশের স্থানীয় সোর্স মাসুম ফকির চাঁনকে ধরিয়ে দিয়েছিল বলে শুনেছি।

ফকির চাঁনের মৃতদেহ সম্পর্কে আলম চাঁন জানান- সারা শরীরেই আঘাতে চিহ্ন ছিল। বিশেষ করে কোমড়ের নীচ-থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাতের আঙ্গুলগুলো ভাঙ্গা ছিলো।

আলম চাঁনের মৃত্যুর বিষয়ে কোনও আইনগত পদক্ষেপ নিবেন কি না জানতে চাইলে আলম চাঁন জানান-"আমার ভাইয়ের (ফকির চাঁন) স্ত্রী রাহেলা তো মামলা করবে। ও তো অসুস্থ। ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মামলা করার জন্য উকিলের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে।"

ফকির চাঁনের স্ত্রী কোন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে জানতে চাইলে আলম চাঁন জানান-"কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সেটা আমি জানি না। তবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে আমি জানি।"

ফকির চাঁনের ছেলে-মেয়েরা কোথায় জানতে চাইলে আলম চাঁন জানান- 'বাচ্চারা ওদের মায়ের সঙ্গেই রয়েছে।'

ফকির চাঁনের স্ত্রীর খোঁজ নেওয়ার জন্য ফকির চাঁনের স্ত্রী রাহেলা বেগমের ছোট বোনের স্বামী আমির কে ফোন করলে(০১১৯৯-১১৩০০৩) আমির আসককর্মীকে জানান- সে তো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে গতকাল রাতে বাড়ী চলে গেছে।" আসক কর্মীরা আমীরের নিকট জানতে চায়- কোন বাড়ীতে গেছে? প্রত্যুত্তরে আমীর জানায়- ফকির চাঁনের বাড়ীতেই গেছে এবং ওখানেই আছে। তখন আসক কর্মী আমীরকে জানায়- আমরা তো ফকির চাঁনের বাড়ীতেই রয়েছি। ফকির চাঁনের বাড়ীতে তো রাহেলা নাই। এ কথা বলার পর পরই আমীর বলে তাহলে আমি জানি না। তাছাড়া, আমি কাজে অনেক দূরে চলে এসেছি। যোগাযোগটা কম হচ্ছে।"

ফকির চাঁনের প্রতিবেশী মাজেদা খাতুন পিতা- মোঃ জমির আলী জানান- ফকির চাঁনের লাশ আমি দেখেছি। পায়ে অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল। লাশের ছবি তোলা আছে। এগুলো আমরা তুলে রেখেছিলাম। আমার ভাই নূর উদ্দিনের কাছে ছবিগুলো রয়েছে।

সান্টু ফিলিং ষ্টেশনের মালিক মোঃ সিরাজুল ইসলাম আসক কর্মীদের জানান– "০৬/০৪/০৮ ইং তারিখে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১০ লক্ষ টাকা ছিনতাই হয়। আমার ম্যানেজার সোহেল রানাসহ আরও ২ জন কর্মচারী টাকা বহন করতেছিলো। এ সময় টাকা ছিনতাই হয়। ম্যানেজার সোহেল রানা বাধা দেওয়ায় তাকে ছিনতাইকারীরা মারধর করে। ছিনতাইকৃত টাকা নিয়ে একটি প্রাইভেট কারযোগে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। ম্যানেজার সোহেল রানা বাদী হয়ে থানায় মামলা করে। মামলা নং ০৮, তারিখ– ০৬/০৪/০৮ইং। ছিনতাইকারীদের তাৎক্ষনাত কাউকে চেনা যায় নাই বিধায় অজ্ঞাত নামা আসামী দিয়ে মামলা করা হয়। র‌্যাব পুলিশ সকলেই চেষ্টা করেছে। অনেককে গ্রেফতার করে আমার ম্যানেজারসহ কর্মচারীদের দেখিয়েছে পুলিশ। এভাবে প্রায় ২/১ দিন পরপরই আসামী চিহ্নিত করার জন্য পুলিশ ম্যানেজারসহ কর্মচারী ২জনকে নিয়ে গেছে কিন্তু কোনও লাভ হয় নাই। এর মধ্যে ফকির চাঁনকে গ্রেফতার করলে আমার ম্যানেজার সোহেল রানা নারায়নগঞ্জ থানায় গিয়ে আসামী ফকির চাঁনকে দেখে বলে– এর মতোই একজন ছিলো, মনে হয় এ ছিলো। এরকম অবস্থার মধ্যে একদিন ফকির চাঁনের স্ত্রী এসে বলে আপনার মামলায় আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী টাকা ছিনতাই করে নাই। তখন আমি বলি না করে থাকলে ছাড়া পাবে।

মামলার বাদী সোহেল রানা জানায়– "টাকা ছিনতাই ঘটনায় আসামী ফকির চাঁন ছিলো। আমি তাকে চিহ্নিত করেছি।"

ফকির চাঁনের স্ত্রী কোথায় রয়েছে ফকির চাঁনের বাড়ীর কেউ কিংবা তার ছোট বোনের স্বামী আমীরও জানে না। আসক কর্মীরা নারায়নগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের নিকট রাহেলার বিষয়ে জানতে চাইলে আমার দেশ প্রতিনিধি আবু সাউদ মাসুদ জানান– রাহেলার সঙ্গে গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত তার আইনজীবী এ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকারের যোগাযোগ ছিলো বলে আমরা জেনেছি। পরপর আর কেউ বলতে পারছে না রাহেলা কোথায়? এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক আবু সাউদ মাসুদ আরো জানান– আমরা শুনতে পেরেছি ফকির চাঁনের স্ত্রীকে অভিযুক্ত পুলিশের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে এবং মামলা করা থেকে বিরত থাকার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। পুলিশ এ ক্ষেত্রে সফল হতে পারে কেননা এরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। আর বিষয়টির মধ্যস্থতায় এলাকার এক শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কাজ করছে।

প্রতিবেদক

আবু আহমেদ ফয়জুল কবির